ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষ, পুলিশসহ আহত ১০

সাভার প্রতিনিধি

সাভারের আশুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মোটরসাইকেলে লেগুনার ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে পুলিশের চার সদস্যসহ ১০ জন আহত হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে আশুলিয়ার চারাবাগ ও কুমকুমারি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় শতাধিক দোকানপাট ভাঙচুর করেছেন শিক্ষার্থীরা। সড়কেও আগুন জ্বালানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে স্থানীয়

জনপ্রতিনিধিসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে ক্যাম্পাসে ফেরত পাঠায়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিকেলে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি লেগুনার ধাক্কা লাগে। এ নিয়ে বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে মারধর করে লেগুনার ও স্থানীয় লোকজন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। পরে রাত ৮টার দিকে ক্যাম্পাস থেকে হাজারখানেক শিক্ষার্থী চারাবাগ মোড়ে এসে স্থানীয় ও লেগুনার লোকজনকে মারধর করেন। এ সময় উভয় পক্ষে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীরা আশপাশের শতাধিক দোকানপাট ভাঙচুর করেন।

এদিকে এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তাহমিদ হাসান নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী মাথায় আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এ ছাড়া একাধিক শিক্ষার্থী হাসপাতালটির জরুরি বিভাগ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন।

খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১১টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে তাদের ক্যাম্পাসে ফেরত পাঠায়।

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির পাবলিক রিলেশনশিপ অফিসার কাজল এ ব্যাপারে বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীর মোটরসাইকেলের সঙ্গে লেগুনার ধাক্কা লাগে। বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা উত্তেজিত হলে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়।’

আশুলিয়া থানার এসআই শাহিন আহমেদ নয়ন বলেন, শিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে এ হামলা চালান। এ সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্যও আহত হয়েছেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক।